যুগান্তর
তারিখ ... 14-MAY 2005 —
পৃষ্ঠা ~ ১৬ কলাম ~ ১

চলছে দুর্বিষহ সেশনজট বছরে দু'শ দিন থাকে বন্ধ

মুসতাক আহমদ

ভয়াবহ সেশনজট চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুই বছরের অধিক সেশন জটের বোঝা চেপে বসেছে শিক্ষার্থীদের ওপর। হরতাল, ধর্মঘট, শিক্ষক, ছাত্র রাজনীতিসহ নানা কারণে মাসের পর মাস দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় এ সেশনজট সৃষ্টি হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। গত কয়েক বছরের হিসাবে দেখা গেছে, বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রায় ২০০ দিনই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে নির্ধারিত-অনির্ধারিত ছুটিতে। আর এ কারণেই শিক্ষার্থীরা দুর্বিষহ সেশনজটের মুখোমুখি হওয়ার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও বন্ধ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

বন্ধ : সেশনজট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশ ও জাতি বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষিত কর্মিবাহিনী লাভ থেকে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে বর্তমানে ২ থেকে সর্বাধিক ১৪ বছরের সেশনজট চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য এক শিক্ষাবর্ষে সরকার খরচ করে ১০০ কোটি টাকা। অপরদিকে শিক্ষার্থীদেরও ব্যক্তিগতভাবে মাসিক ২ হাজার টাকা হিসাবে বছরে আরও অর্ধশত কোটি টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে। এই প্রায় দেড়শ' কোটি টাকাই সেশনজটের কারণে প্রতি বছর দেশ ও জাতি গচ্চা দিচ্ছে।

হরতাল, ধর্মঘট, শিক্ষকদের কর্মবিরতি ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্ধারিত ছুটি থাকে। এই অনির্ধারিত ছুটির কারণেই মূলত বেশিরভাগ পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। এছাড়া শিক্ষার্থীরাও অনেক সময় পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন করে। পাশাপাশি শিক্ষকদের ক্লাস নিতে অনীহা, খাতা দেখতে বিলম্ব, দেরিতে ফল প্রকাশ এবং এসব কারণে বিভিন্ন বর্ষের ক্লাস আরম্ভের সময়সীমা পিছিয়ে যাওয়া থেকেই সৃষ্টি হয় সেশনজট। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদেই বর্তমানে সবচেয়ে কম ১৬ মাসের সেশনজট চলছে। আর সর্বাধিক চারুকলা ইনস্টিটিউটে ১৪ বছরের সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্সের পরীক্ষা মোট পাঁচবার পিছিয়ে গত অক্টোবর-নভেম্বরে নেয়া হয়। একই অনুষদের ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয়বর্ষের অনার্স পরীক্ষাও কয়েক দফা পিছিয়ে গত নভেম্বর মাসে নেয়া হয়। অথচ এসব পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ২০০৩ সালের ৩০ মে'র মধ্যে সম্পন্ন করার কথা ছিল। একইভাবে বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের মাস্টার্সের ২০০২-২০০৩ সেশনের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী জুন মাসে। এখানে সৃষ্টি হয়েছে ২৩ মাসের সেশনজট। ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেন, জানুয়ারি মাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্লাস শুরুতে বিলম্ব, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস সময়মতো শেষ না হওয়া, থিসিস কাজের জটিলতাসহ নানা কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, এছাড়া বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা পদ্ধতিগত কারণেই এত বছর পিছিয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের শিক্ষার্থীদের তুলনায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বেশি সেশনজট চলছে চারুকলা ইনস্টিটিউটে। এখানে ১৯৮৯-১৯৯০ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স পরীক্ষা মাত্র নেয়া হল। যা ১৯৯০ সালের মে মাসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। আর এরই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য সেশনও পিছিয়ে আছে। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে পাঁচটি ব্যাচের পরিবর্তে নয়টি ব্যাচ পড়ছে বলে জানা যায়।

বিগত চার বছরের হিসাবে দেখা গেছে, ১৪৬০ দিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৪৬ দিনই নির্ধারিত-অনির্ধারিত ছুটিতে বন্ধ থাকে। এর মধ্যে ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষেই রয়েছে সর্বাধিক ২২৬ দিন বন্ধ। এছাড়া গত শিক্ষাবর্ষে (২০০৩-২০০৪) ১৬৭ দিন, ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে ২০৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। ২০০২ সালে শামসুন্নাহার হল ট্র্যাজেডির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। এতে ৬৭ দিন বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া ওই বছর হরতালে ৯ দিন এবং ছাত্র ধর্মঘটে বন্ধ ছিল ৬ দিন। সবচেয়ে বেশি অনির্ধারিত বন্ধ ছিল ২০০১ সালে ৭৪ দিন। ওই শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদল দু'দফায় লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট করেই ৬৫ দিন বন্ধ করে রাখে বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান শিক্ষাবর্ষের এ পর্যন্ত ৯ মাসের মধ্যে ২ মাসই কেটেছে ছাত্র সংগঠনের ধর্মঘট, রাজনৈতিক দলগুলোর হরতাল আর শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে।

প্রশাসনিক সূত্র জানিয়েছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক কর্মবিরতি, রাজনৈতিক দলগুলোর হরতাল এবং ছাত্রলীগ ও সন্ত্রাসবিরোধী ছাত্র ঐক্যের ধর্মঘটে এ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষদের মোট ৫৪৫টি পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল লতিফ বলেন, একবার একটা পরীক্ষা স্থগিত করলে তা পুনঃগ্রহণের জন্য কমপক্ষে ১৫ দিন সময় লাগে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে ছাত্রলীগের টানা ৩০ দিনের হরতালে ৪২৫টি পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছিল। এর আগে ২১ আগস্টের ঘটনায় ছাত্রলীগ আহূত ধর্মঘটে আরও ১৬২টি পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বাজেট ১০০ কোটি টাকা। ৩০ হাজার শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় এই বাজেট প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আবাসিক ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন অভিভাবককে মাসপ্রতি কমপক্ষে ২ হাজার টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী ১৭টি আবাসিক হলে অবস্থান করছে। সে হিসাবে এদের পেছনে অভিভাবকদের সম্মিলিত মাসিক ব্যয় ৩ কোটি টাকা। বার্ষিক হিসাবে যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬ কোটি টাকা। এছাড়া প্রায় ১৫ হাজার অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া, টিফিন, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ইত্যাদিসহ প্রতি মাসে প্রায় এক হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই ১৫ হাজার অনাবাসিক শিক্ষার্থীর জন্য তাদের অভিভাবকদের প্রতি মাসে গুনতে হচ্ছে আরও দেড় হাজার টাকা। বার্ষিক হিসাবে যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ কোটি টাকা। আবাসিক-অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বছরে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এক বছর সেশনজটের জন্য দেশ ও জাতিকে প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে।

ছাত্র ধর্মঘট, রাজনৈতিক দলগুলোর হরতাল, শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থা থেকে পরীক্ষা পিছিয়ে সেশনজট সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের ঠিকমতো ক্লাস না নেয়ায় সময়মতো কোর্স শেষ না হওয়া, ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন, পরীক্ষার পর বিলম্ব করে খাতা জমা দেয়া বা ফল প্রকাশে বিলম্ব ইত্যাদি কারণও সেশনজটের পেছনে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শতাধিক শিক্ষক বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের কনসালটেন্সি, এনজিও এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে থাকেন। এ কারণে এসব শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না। ফলে তারা পিছিয়ে থাকেন অন্য শিক্ষকদের তুলনায়। তারা হয় কোন রকমে কোর্স শেষ করেন নতুবা সময় বাড়িয়ে নেন। আর সময় বাড়ালেই পিছিয়ে যায় পরীক্ষা। অনেক সময় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছাত্ররাও পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন করে। আবার শিক্ষকরা ঠিক সময়ে খাতা দেখে জমা দেন না। আবার খাতা জমা দিলেও সময়মতো পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় না। জানা যায়, বাংলা বিভাগের ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথমবর্ষের পরীক্ষার ফল দীর্ঘ এক বছরেও প্রকাশিত হয়নি। ফলে তারা আগামী ২ মে থেকে অনুষ্ঠিত চলতি প্রথমবর্ষের সঙ্গে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না।

এভাবে দেরিতে ফল প্রকাশের কারণে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে মহামূল্যবান সময়। হারিয়ে যাচ্ছে চাকরির বয়স। বর্তমানে চার বছরের অনার্স ডিগ্রি চালু করায় ২৩ বছরে একজন শিক্ষার্থীর মাস্টার্সসহ শিক্ষাজীবন শেষ করার কথা থাকলেও তারা ২৬-২৭ বছরের আগে পারছে না। এর ফলে তারা ডুবে যায় হতাশায়। চাকরি নামক 'সোনার হরিণে'র জন্য শিক্ষাজীবন শেষে তারা আবার অন্যরকম প্রতিযোগিতায় নামে।

প্রবীণ অধ্যাপক আকা ফিরোজ আহমদ বলেন, ধর্মঘট, হরতালসহ বিভিন্ন কারণে যেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকছে, তাতে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে গেলে বাংলাদেশ থাকবে না বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি উচ্চশিক্ষা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষার অন্তত একটি ইস্যুতে সরকারি ও বিরোধী দলকে এক হওয়ার আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ হরতাল ও ধর্মঘটে শিক্ষা কার্যক্রমের মারাত্মক ক্ষতি হয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ও ক্ষতিপূরণে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের ছুটি কমিয়ে ক্ষতি পোষানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা সার্বিক সহায়তা করছেন। এছাড়াও সেশনজট কমানোর কার্যকর ও সক্রিয় চিন্তা কর্তৃপক্ষ করছে বলে তিনি জানান।